দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 AUG 1987
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

39

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রেখে সমস্যার সমাধান হবে না

১৫ইজুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে আইন-শৃংখলার চরম অবনতির প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ এ ব্যবস্থা নিয়েছেন। ইতিপূর্বেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকবার। একসময় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছে। অস্ত্রের ঝনঝনানিতে এখানে শিক্ষার ন্যূনতম পরিবেশও নেই। কারণে অকারণে মিছিল, মিটিং ধর্মঘট, ভাংচুর জখম এখানে প্রাত্যহিক ঘটনা। এমনকি ছিনতাই রাহাজানীর মত ঘটনাও ঘটে থাকে প্রায়ই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তথাকথিত কতিপয় রাজনৈতিক ছাত্রনেতার (?) হাতে জিম্মি। তারই চরম এবং দু:খজনক পরিণতিই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। এখন কিছু প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। বার বার বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে কেন? এ ধরনের ঘটনার নেপথ্য নায়ক কারা? এ ঘটনার কারণ অনুসন্ধান আমার কাজ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাধারণ ছাত্র হিসেবে আমি জানি, এ ধরনের ঘটনা যারা ঘটায় বা যাদের ইঙ্গিতে ঘটে তারা বেশ সুপরিচিত (?) এবং প্রশাসন তাদেরকে চেনে। কাদের কাছে অস্ত্র থাকে এও অজানা নয়। এর আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে দাবী উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় অস্ত্র মুক্ত করা হোক। কর্তৃপক্ষও বলে থাকেন বই এবং অস্ত্র সহাবস্থান করতে পারে না। একজন ছাত্রেরও একই কথা। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে অস্ত্র অপসারণে বাধা কোথায়? কেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। এ প্রশ্নের জবাব নিশ্চয় কর্তৃপক্ষ জানেন। কর্তৃপক্ষের কাছে আশা এই, তাদের যা কিছু সীমাবদ্ধতা আছে দেশের বৃহৎ স্বার্থে তা যে কোন উপায়ে দূর করে বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করুন। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতা নিন।

বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করায় আমাদের ভাগ্যও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এদিকে সেসন জটের কারণে অবস্থা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পড়েছে যেখানে অনেক ছাত্রছাত্রীরই সরকারী চাকুরির বয়সসীমা পার হয়ে যাচ্ছে অথবা গিয়েছে, তাই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা হলে সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়বে।

আশা করি কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন এবং অনতিবিলম্বেই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হবেন।

মো: আলমগীর হোসেন
গ্রাম: চতুল, বোয়ালমারী,
ফরিদপুর।